APR. 26 2002

ভোরের কাগজ

ধর্ষকদের পরিচয় মিলেছে

ফরিদপুরে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের কেউই গ্রেপ্তার হয়নি

ফরিদপুর প্রতিনিধি : জেলার বোয়ালমারী উপজেলার দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ধর্ষকদের পরিচয় পাওয়া গেছে। গত বুধবার দুপুরে সংঘটিত এ ধর্ষণ ঘটনার পর এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। অন্যদিকে বুধবার রাতেই ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে মেয়েটিকে অস্ত্রোপচারের পর বর্তমান সে সুস্থ আছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, মেয়েটির বাড়ি নগরকান্দা উপজেলার সালথা থানার বলিভদ্রী গ্রামে। ১০ বছরের মেয়েটি গ্রাম সংলগ্ন বোয়ালমারী উপজেলার দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দুপুর দেড়টার দিকে মেয়েটি প্রতিবেশী জনৈক আব্দুল হাইয়ের বাড়িতে ঐ বাড়ির লজিং মাস্টার সিরাজের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল। এ সময় উক্ত সিরাজ মেয়েটিকে বসিয়ে রেখে বাইরে গেলে একই গ্রামের রুস্তম মিয়ার পুত্র লালমিয়া (৩০), কালা মিয়ার পুত্র আকরাম (২৫) ও বাবর মল্লিকের পুত্র জাকির (২৮) উক্ত ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে সিরাজ মাস্টার বোয়ালমারী হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি ঘটায় রাতে তাকে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে মেয়েটি কিছুটা সুস্থ আছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেয়েটির পিতা বাদী হয়ে বোয়ালমারী থানায় উল্লিখিত ৩ ধর্ষককে আসামি করে একটি এজাহার দাখিল করেন। সন্ধ্যায় বোয়ালমারী থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সেখান থেকে জানানো হয়, ঘটনাস্থল যেহেতু পার্শ্ববর্তী সালথা থানার আওতাভুক্ত সেহেতু এজাহারটি সালথা থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

এদিকে ধর্ষণ ঘটনার মোটিভ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া গেছে। মেয়েটির পিতা-মাতা জানান, ঘটনাটি যে বাড়িতে ঘটেছে সেই বাড়ির মালিক আব্দুল হাইয়ের সঙ্গে তাদের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন সকালে এ নিয়ে উভয় পরিবারের সঙ্গে ব্যাপক ঝগড়াঝাটি হয়। এ বিরোধকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটানো হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ধর্ষণের পর মেয়েটিকে উদ্ধারকারী আব্দুল হাইয়ের বাড়ির লজিং মাস্টার ও মেয়েটির গৃহশিক্ষক সিরাজের আচার-আচরণ নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর সে পুলিশ এবং ফরিদপুর ও বোয়ারমারীর সাংবাদিকদের কাছে পরস্পরবিরোধী অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পুলিশ বলেছে, উক্ত সিরাজ ধর্ষকদের সহযোগিতা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে তার ব্যাপারে বাদী পক্ষ কোনো মুখ খুলছে না।

গতকাল ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।